



অধীনস্থদের প্রতি একজন লাইন ম্যানেজার এবং এরিয়া সলেন্স ম্যানেজার এর আচরণ যমেন হওয়া প্রয়োজন

লেখক: মো. জাকরি হোসেন সরকার | প্রকাশিত: 17 October 2026, 03:13 PM | বিভাগ: সলেন্স



টমিহে সাফল্যহে কৃতিত্ব ভাগ করে নতিহে হবহে

একজন ভালো নতিহে কখনো টমিহে সাফল্যকে এককভাবে নজিহে সাফল্য হসিবে উপস্থাপন করেনে না। টারগটে অর্জতি হলহে তনিহে বলনে “আমরা করহে” কনিতু সমস্যা হলহে তনিহে বলনে না “তোমরা পারোনহি” বরং তনিহে খুঁজহে দখেনে, পরকিল্পনা, নরিদশেনা বা পর্যবকেষণহে কষতেরে তাঁর নজিহে কোনো ঘাটতি ছিলি কনিহা। সাফল্যহে কৃতিত্ব ভাগ করে নেওয়া এবং ব্যর্থতার দায়িত্বহে অংশ নজিহে ওপর নেওয়া একজন শক্তিশালী নতির পরচিয়।

কঠনি সময়ে অধীনস্থদের পাশে দাঁড়িতে হবহে

কর্মীর জীবন শুধু অফিস বা সলেন্স-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর পরিবার আছে, ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, অসুস্থতা বা জরুরি পরিস্থিতি থাকতে পারে। ম্যানেজারকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের নীতি মেনে চলতে হবে। কিন্তু বাস্তব মানবিক সমস্যায় যতটা সম্ভব সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। কর্মী যদি অনুভব করেন কঠিন সময়ে তাঁর ম্যানেজার যৌক্তিকভাবে পাশে ছিলেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ও আনুগত্য অনেক বেড়ে যায়। তবে সহানুভূতি এবং শৃঙ্খলার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। মানবিকতা যেন দায়িত্বহীনতাকে উৎসাহিত না করে।

যোগাযোগ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হতে হবে

ম্যানেজারের নির্দেশনা অস্পষ্ট হলে কর্মীদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই কোনো কাজ দেওয়ার সময় স্পষ্ট করতে হবে কী করতে হবে, কবে করতে হবে, কখন করতে হবে এবং প্রত্যাশিত ফলাফল কী। টারগেট এবং কপেআই সম্পর্কে প্রত্যেকে কর্মীর পরিস্কার ধারণা থাকা উচিত। আবার শুধু নির্দেশনা দেওয়া নয়, কর্মী সঠিকভাবে বুঝছেন কিনা, তাও নিশ্চিত করতে হবে। কার্যকর যোগাযোগ হলো ভালো ম্যানেজমেন্ট-এর অন্যতম ভিত্তি।

অথবা মানসিক চাপ সৃষ্টিকরা উচিত নয়

সলেন্স প্রফেশনে স্বাভাবিকভাবেই চাপ থাকে। কিন্তু সেই চাপকে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। বারবার হুমকি, অপমান, অপপ্রয়োজনীয় ফোন, অসম্ভব প্রতিশ্রুতি আদায় বা অন্যরে সঙ্গে অপমানজনক তুলনা কর্মীর মনোবল কমিয়ে দিতে পারে। চাপের পরিবর্তে জবাবদায়িত্ব তৈরি করতে হবে। কর্মীকে বুঝতে হবে তাঁর একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই দায়িত্বের ফলাফলের জন্য তাঁকে জবাবদায়িত্ব করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি যেন জানেন, সমস্যা হলে তাঁর ম্যানেজার সমাধানে সহযোগিতা করবেন।

তথ্য ও বাস্তবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নতে হবে

ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত আবেগ, রাগ বা ব্যক্তিগত ধারণার ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত নয়। সলেন্স ডটো, মার্কেটে চিফ্যুশেন, প্রভিয়াস পারফরমেন্স, গ্রোথ, কাভারেজ, কালকেশন এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে একপক্ষের কথা শুনাই সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রয়োজন হলে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে। তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ম্যানেজারের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

নজিকে উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে

একজন ম্যানেজার অধীনস্থদের কাছে যে আচরণ আশা করেন, প্রথমত তাঁকে নজিকেই সেই আচরণে

উদাহরণ হতে হবে। তিনি যদি সময়ানুবর্তিতা চান, নিজেকেও সময় মতো উপস্থিতি হতে হবে। সঠিক রপোর্টিং চাইলে নিজের রপোর্টিংও সঠিক হতে হবে। সততা চাইলে নিজের আচরণও সততা থাকতে হবে। কারণ কর্মীরা ম্যানজোরের নির্দেশনা যতটা অনুসরণ করেন, অনেকে সময় তাঁর আচরণ বেশি অনুসরণ করেন। “লডারশপি বাই এক্সামপল” দীর্ঘময়োদে সবচেয়ে কার্যকর নেতৃত্বের একটি পদ্ধতি।

কর্মীর ভবিষ্যৎ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে

একজন ভালো ম্যানজোর শুধু আজকের সলেশ দেখেন না; তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মীর ভবিষ্যৎও দেখেন। কর্মী ভবিষ্যতে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, টেরিটোরি ম্যানজোর, এরিয়া ম্যানজোর বা আরও উচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব নতি পাবেন। তাই তাঁর লডারশপি, কমউনিকেশন, প্ল্যানিং, ডিসিশন মেকিং, প্রবলমে সলভিং স্কিল উন্নয়নে ম্যানজোরের ভূমিকা থাকা উচিত। একজন ম্যানজোরের প্রকৃত লগিয়াসি হলো তাঁর অধীনে কাজ করে কতজন মানুষ আরও দক্ষ এবং ভালো নত হতে উঠছেন।

শৃঙ্খলা ও মানবিকতার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে

ভালো ম্যানজোর হওয়ার অর্থ সবকিছু মনে নেওয়া নয়। নিয়ম ভঙ্গ, দায়িত্বে অবহেলা, অসততা অথবা বারবার একই ধরনের ভুল হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নতি হবে। তবে সেই ব্যবস্থা হতে হবে প্রত্যাশিত নীতি অনুযায়ী, তথ্যভিত্তিক এবং ন্যায্য। একদিকে অতিরিক্ত কঠোরতা কর্মীদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে, অন্যদিকে অতিরিক্ত নমনীয়তা শৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে। তাই একজন দক্ষ ম্যানজোরের মধ্যে মানবিকতা এবং দৃঢ়তার সঠিক সমন্বয় থাকা জরুরি।

টমিরে মধ্যে একত্ব সৃষ্টি করতে হবে

একজন এসএম-এর অধীনে অনেকে কর্মী থাকলে তাঁদের মধ্যে সুস্থ প্রত্যিগতি থাকা ভালো। কিন্তু সেই প্রত্যিগতি যেন ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের পরিত না হয়। ম্যানজোরকে এমন পরিশে তৈরি করতে হবে যখন একজনের সাফল্যে অন্যজন শিখবে, সহযোগিতা করবে এবং প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবে। টমিরে একজন সদস্য দুর্বল হলে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি না করে কীভাবে উন্নত করানো যায়, সঠিক ভাবে উচিত। কারণ একটি শক্তিশালী টমি ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি সম্মিলিত সাফল্যও গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মিত ফিডব্যাক দিতে হবে

বছরে শেষে শুধু পারফরমেন্স রিভিউ করলেই যথেষ্ট নয়। নিয়মিত ফিডব্যাক দিলে কর্মী দ্রুত নিজের ভুল সংশোধন করতে পারেন। ফিডব্যাক হতে হবে নির্দিষ্ট, বাস্তবসম্মত এবং উন্নয়নমুখী। যখন শুধু “আপনার কমউনিকেশন ভালো নয়” বলার পরিবর্তে বলা যায় “কাস্টমার-এর সঙ্গ কী বলায় সময়

আপনি প্রোডাক্ট ফিচারস ভালো বলছেন, কিন্তু কাস্টমার-এর প্রয়োজন বোঝার জন্য আরও কিছু প্রশ্ন করলে কল আরও কার্যকর হবে।” এ ধরনের ফিডব্যাক কর্মীর জন্য বাস্তবে কাজে লাগে।

কর্মীর আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে হবে

একজন ম্যানেজারের কথায় একজন কর্মী যখন অনুপ্রাণিত হতে পারেন, তখন ভিগেও পড়তে পারেন। তাই ম্যানেজারের ভাষার ব্যাপারে সচতেন থাকা জরুরি। কোনো কর্মী দুর্বল সময়ের মধ্য দিয়ে গেলে তাঁকে তাঁর আগের ভালো কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া যতে পারে এবং নতুন করে পরিকল্পনা করতে উৎসাহিত করা যতে পারে। একজন দক্ষ ম্যানেজার কর্মীকে নরিভরশীল করে রাখেন না; বরং তাঁর আত্মবিশ্বাস এমনভাবে বৃদ্ধি করেন, যাতে ভবিষ্যতে তিনি নিজেই সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

প্রতিনিয়ত রক্ষা করতে হবে

ম্যানেজার যদি অধীনস্থকে কোনো বিষয়ে সহযোগিতা, ট্রেনিং, মার্কেটে সাপোর্ট বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করার প্রতিনিয়ত দিনে, তাহলে যথাসম্ভব স্টেরিক্স করা উচিত। বারবার প্রতিনিয়ত দিয়ে তা পালন না করলে কর্মীদের মধ্যে ম্যানেজারের প্রতি আস্থা কমবে যায়। আর কোনো কারণে প্রতিনিয়ত পালন সম্ভব না হলে স্টেরিক্সের কারণে জানানো উচিত। বিশ্বাসযোগ্যতা নেতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

সাফল্যের পাশাপাশি শিখার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে

প্রতিটি টার্গেট অর্জন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু প্রতিটি মাস থেকে কী শিখা হলে স্টেরিক্স গুরুত্বপূর্ণ। মাস শেষে ম্যানেজার টিমের সঙ্কে আলোচনা করতে পারেন কী ভালো হয়েছে, কোথায় সমস্যা হয়েছে, কোন স্ট্র্যাটেজি কাজ করেছে, কোনটিকে এবং আগামী মাসে কী পরিবর্তন করা দরকার। এভাবে ধীরে ধীরে একটি লার্নিং কালচার তৈরি হয়। যে টিম ভুল থেকে শিখে, সেই টিম ভবিষ্যতে একই ভুল কম করে এবং নতুন পরিস্থিতির সঙ্কে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে। একজন লাইন ম্যানেজার বা এরিয়া সলেশ ম্যানেজারের দায়িত্ব শুধু টার্গেট নির্ধারণ, সলেশ রিপোর্ট দেখা কিংবা অধীনস্থদের কাজ পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি মূলত একটি টিমের নেতা এবং সেই টিমের সদস্যদের পশোগত বকাশের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক।

একজন আদর্শ ম্যানেজার তাঁর অধীনস্থদের সম্মান করবেন, তাঁদের কথা শুনবেন, ভালো কাজের স্বীকৃতি দেবেন, ভুল হলে সংশোধনের সুযোগ দেবেন এবং প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এবং কোচিং প্রদান করবেন। একই সঙ্কে তিনি টার্গেট, ডিসিপ্লিন, অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি এবং পারফরম্যান্স-এর ক্ষেত্রে দৃঢ় থাকবেন। তিনি এমন পরিবেশ তৈরি করবেন যেখানে কর্মীরা ম্যানেজারকে ভয় পেয়ে সত্য গোপন করবেন না; বরং বিশ্বাসের সঙ্কে সমস্যা জানাবেন এবং সমাধান চাইবেন। তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না, ব্যক্তিগত আক্রমণ করবেন না এবং কর্মীর আত্মসম্মান বলীন করে ফলাফল আদায়ের চেষ্টা করবেন না।

একজন ম্যানেজারকে মনে রাখতে হবে একজন কর্মী শুধু একটি এ্যামপ্লয়ী আইডি বা সলেন্স নাম্বার নয়। তিনি একজন মানুষ, যার সম্মান, আবেগ, পরিবার, স্বপ্ন এবং পেশাগত ভবিষ্যৎ রয়েছে। এই মানবিক উপলব্ধি সঙ্গী প্রত্যাশিত লক্ষ্য ও শৃঙ্খলার সমন্বয় করতে পারাই প্রকৃত নৈপুণ্য। ম্যানেজার যদি শুধু ভয় ও চাপ দিয়ে কাজ করান, তাহলে হয়তো স্বল্প সময়ে জন্য কিছু ফলাফল পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে একটি শক্তিশালী, বিশ্বস্ত ও আত্মনির্ভরশীল টিম তৈরি করতে হলে প্রয়োজন সম্মান, বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ, ন্যায্যতা, জবাবদায়িত্ব এবং অনুপ্রেরণামূলক নৈপুণ্য। সুতরাং একজন সফল লাইন ম্যানেজার বা এরিয়া সলেন্স ম্যানেজারের দর্শন হওয়া উচিত “চাপ নয় সঠিক দিকনির্দেশনা। অপমান নয় সম্মানের সঙ্গী সংশোধন। ভয় নয় বিশ্বাস ও জবাবদায়িত্ব। পক্ষপাত নয় ন্যায্য মূল্যায়ন। শুধু নির্দেশে নয় প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা। একার কৃতিত্ব নয় পুরো টিমের সাফল্য।”

সবশেষে বলা যায়, একজন সাধারণ ম্যানেজার মানুষের কাছ থেকে কাজ আদায় করেন, কিন্তু একজন অসাধারণ ম্যানেজার মানুষকে কাজ করার যোগ্য, আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলেন। প্রকৃত নৈপুণ্যে সবচেয়ে বড় পরিচয় শুধু আজকের টার্গেট অর্জন নয়; বরং এমন একটি দক্ষ, সুশৃঙ্খল, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল টিম তৈরি করা, যারা ম্যানেজারের অনুপ্রেরণিতিকে সঠিক সিদ্ধান্তে নতি পাবে, নিজের দায়িত্ব বুঝতে পারে এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারে।

(সমাপ্ত)